দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 OCT 2002
পৃঃ ১৭ কঃ ৬

উৎকোচের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ?

মিরাজুল ইসলাম ভাঙ্গা (ফরিদপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ জেলার ভাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এতে জড়িত। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। এমনকি পদ খালি থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। জানা গেছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় উৎকোচের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এই প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ হিসেবে জানা যায়, সরকার অচিরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার একটি নতুন নীতিমালা তৈরী করবে। নতুন নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। এই খবর প্রচার হওয়ার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার টাকার বিনিময়ে তাদের পছন্দসই লোককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। এর সাথে অবশ্য স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতারাও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তারা প্রভাব বিস্তার করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের পছন্দের মানুষকে চাকরি দেয়ার চেষ্টা করছে। ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী উচ্চ বিদ্যালয় ও ভাঙ্গা পাইলট স্কুলে এভাবে নিয়মনীতি লংঘন করে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, শিক্ষক পদে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ১ লাখ টাকা করে ডোনেশন নিয়ে চাকরি দিয়েছে। উল্লেখ্য, ভাঙ্গা পাইলট স্কুলে অবৈধ শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা করেও লাভ হয়নি। একইভাবে চকিঘাটা দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে উৎকোচের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে উপজেলা সেকেন্ডারী এডুকেশন অফিসার জানান, সম্প্রতি কয়েকটি মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে উৎকোচের অভিযোগ সঠিক নয়। এছাড়া ব্রাহ্মণকান্দা এ,এস, একাডেমী ও ভাঙ্গা কে, এম কলেজে এভাবে নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ফলে ভুক্তভোগী মেধাসম্পূর্ণ ও দরিদ্র-পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীরা বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছে।